অর্থনীতির পাতা

নভেম্বরে ডব্লিউটিও সম্মেলন ঃ বিশ্বায়নের নতুন ভূমিকা কি সাফল্যের মুখ দেখবে ?

আনু ইসলাম

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান মাইক মুর, নভেম্বরের সম্মেলন কি সফল করতে পারবেন?

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর একটি প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে। নতুন দফায় একটি বিশ্ব বাণিজ্য আলোচনা শুরু করার জন্য। কয়েক বছর আগে সংগঠনটির একটি বৈঠক হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটোল শহরে একই লক্ষ্যে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় বহু অমিমাংসিত সমস্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন নীতি-অবস্থানের কারণে। মন্ত্রী-পরিষদের বৈঠক হওয়া পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছা তখন সম্ভব হয়নি। ডব্লিউটিও'র সর্বোচ্চ নির্বাহী কমিটির মন্ত্রিপরিষদের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বরে কাতারের দোহা শহরে। সেই বৈঠকের লক্ষ্য হলো সিয়াটলের পুনরাবৃত্তি নয়। উল্লেখ্য, সেখানে ঘটেছিল ব্যাপক গোলযোগ। সেজন্য গত কয়েক মাস ধরে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলছে। বড় বড় মত পার্থক্য দূর করতে হবে। টিক করতে হবে দোহায় কিকি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বর্তমানে জেনেভায় চলছে ডব্লিউটিও'র মূখ্য পরিষদের এক বৈঠক। সংগঠনের প্রধান মাইক মুর আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, বৈঠকটি যদি সেপ্টেম্বরে হতো তাহলে কোন ফলাফল অর্জিত হতো না। হাতে অনেক সময় থাকায় বহু দেশকে ঐকমত্যের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। যা থেকে একটি বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। তবে দোহায় ঐকমত্যের ব্যাপারে এখনো সংশয় কাটেনি। এখনো সেরকম লক্ষণও চোখে পড়েনি। জেনেভায় বারবার বহু বিষয়ে ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ব্যবধান। উন্নয়শীল বহু রাষ্ট্র একটি নতুন দফা বাণিজ্য আলোচনা নাকচ করে দিয়েছে। তারা মত প্রকাশ করছে যে, তথাকথিত উরুগুয়ে আলোচনায় পৌঁছা সমঝোতা বাস্তবায়ন করতে হবে। যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পণ্য বিশেষ করে বস্ত্র ও কৃষিপণ্যের আরো বেশী প্রবেশাধিকার দেয়ার দাবীও উঠেছে। ডব্লিউটিও প্রধান তাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন নতুন করে আলোচনার পথটি রুদ্ধ না করে দেয়ার জন্য। তিনি বলেছেন, কিছু কিছু বন্ধু দেশ রয়েছে যারা যুক্তি দেখায় বাণিজ্য ব্যবস্থায় বৈষম্য রয়েছে এবং তা দূর করতে হবে। তিনি বলেন এসব দাবীর প্রতি সহানুভূতি রয়েছে। তবে সর্বাগ্রে আলোচনায় মিলিত হওয়া প্রয়োজন এবং সে আলোচনায় যেন তাদের স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নতুন দফা বাণিজ্য আলোচনার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। তারা বিশ্বব্যাপী পরিসেবা ব্যাংক, বীমা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বাধা দূর করতে আগ্রহী। ডব্লিউটিও প্রধান বলেন, বিশ্বায়নের নতুন ভূমিকাকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। বিবেচনা করতে হবে নতুন অর্থনীতির বাস্তবতাকেও। কৃষি ক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধা রয়েছে। ইউরোপে কৃষি পণ্যে ব্যাপক অনুদান দেয়া হয়। তাই কৃষি প্রধান দেশগুলো দাবী করেছে অনুদান বন্ধ করার জন্য। বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্য প্রতিযোগিতা থাকতে হবে। ইউরোপ এ প্রশ্নে নিশ্চল, অটুট। কিন্তু ডব্লিউটিও প্রধান তবুও আশাবাদী। এখন দেখার বিষয় তার আশাবাদ কতটুকু সাফল্যের মুখ দেখে।

❑ [কৃতজ্ঞতা ঃ বিদেশী বার্তা সংস্থা]

কৃষি সংবাদ ॥ দূর্বিপাকে কৃষক

একদিকে যেমন বৃষ্টিহীনতা, অন্যদিকে ধানের নিম্নমূল্য- এই দু'য়ে মিলে দুর্বিপাকে রয়েছে কৃষকরা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে ধানের মূল্য ১৯০ থেকে ২২০ টাকা মণ। কৃষকরা এটাকে বেশ নিম্নমূল্য বলেই মনে করছে। কারণ এবছর ধান কাটা বাবদ শ্রমিকদের বেশ চড়া মজুরী দিতে হয়েছে। ফলে মণপ্রতি উৎপাদন খরচও বেড়েছে।

রাজবাড়ীর পাংশায় সাত্তার মাষ্টার আর ফজলুল হকের মতে, অন্যান্যবারের চাইতে এবারে কৃষকদের প্রায় ২০ ভাগ বেশী কামলা মজুরী দিতে হয়েছে। গত বছর যেখানে মজুরী ছিল দৈনিক ৫০ থেকে ৬০ টাকা, এবছর তা ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা। এই উচ্চ মজুরীর কারণে অনেক পাটচাষী তাদের জমিতে এবছর আগাছা তুলতে নিড়ানী দেয়নি।

ফরিদপুরের চাষীরা জানান, অন্যান্য অকৃষিকাজে শ্রমিকরা বেশী ঝুঁকে পড়ায় কৃষিকাজে কামলার অভাব হয়েছে। অন্যদিকে বৃষ্টির অভাবে কৃষকরা অনেকেই উফশী ধান চাষ করতে পারেনি। আবার অনেকেই সেচ ব্যবস্থা করে উফশী ধান চাষ করেছে। ফলে তাদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে অনেক। অথচ আমন ধান কৃষকদের জন্যে সবচেয়ে কম খরচের ফসল। অনেক কৃষকই ধান চাষে উৎপাদন খরচ বাড়াতে চায়নি। যেহেতু ধানের বাজার বেশ মন্দা। তাই দেশীয় চিকণ ও সুগন্ধী ধান যেমন কালিজিরা, কাটারী ভোগ ইত্যাদির চাষ বেড়েছে।

নাটোরের আদমপুর গ্রামের কৃষক মাসুদ রানা জানায়, গত বছর সে ২ বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করে। অথচ এবছর খরার কারণে পুকুর থেকে সেচ দিয়ে মাত্র এক বিঘা জমিতে উফশী ধান চাষ করতে পেরেছে। অন্যদিকে খরার কারণে আউশ ধানের ফলনও ১০ থেকে ২০ শতাংশ কমে যেতে পারে।

অবশ্য জুলাই মাসের শেষ দু'দিনে যে বৃষ্টিপাত হয়েছে তাতে করে অনেক কৃষকই নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। কৃষকরা বৃষ্টির সাথে সাথে দেশীয় জাতের চারা উঠিয়ে উফশীর চারা লাগিয়েছে। অবশ্য পরবর্তী বৃষ্টিহীন অবস্থা নতুন উদ্যমে ভাটা পড়েছে। যদি শিগ্‌গিরই বৃষ্টি না আসে, আবারো কৃষকরা মাথায় হাত দেবে।

সবজি সবুজ ঃ উত্তর বঙ্গের কৃষকরা বাঁধাকপির চাষে এখন ব্যস্ত। বগুড়া ও নওগাঁয় গত বছর যেখানে ২০০০ একর জমিতে বাঁধাকপি চাষ হয়েছে, এবছর হবে তার দ্বিগুণ এলাকায়।

দেশের মধ্য অঞ্চলেও কৃষকরা সবজি চাষকে লাভজনক বলে মনে করছে। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থানার খুরশীমল গ্রামের মোঃ রাব্বানী ২ বিঘা জমিতে সবজি ফলায় এবং বছরে প্রায় ৮৩ হাজার টাকা লাভ হয়। এ বছর আরো বেশী জমিতে সবজি চাষ করবেন রাব্বানী সাহেব। আর তাই জমি তৈরীর কাজও শুরু করেছে আগেই।

বিষাক্ত বেগুন ঃ বেগুন প্রেমিকরা সাবধান! কৃষকরা অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করছে বেগুনে। কৃষকদের মতে, গত কয়েক বছর ধরে বেগুনে পোকার আক্রমণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজবাড়ীর পাংশার কৃষক জিন্নাহ এবং আবু সায়ীদ জানান, তারা গত ৩/৪ বছর ধরে বেগুন ক্ষেতে অতিমাত্রায় পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করছে।

১০ বছর আগে বেগুন উৎপাদন খরচের ৫ থেকে ১০ শতাংশ তারা ব্যয় করত কীটনাশক ক্রয়ে। অথচ আজকে এ বাবদ তাদের খরচ বেড়ে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেক কৃষকই বেগুন চাষ বন্ধ করে দিয়েছে।

জিন্নাহর মতে একর প্রতি তিনি ১৫০ থেকে ১৬০ মণ বেগুন পান যা বিক্রি করে ৩০-৩৫ হাজার টাকা আয় করা যায়। কিন্তু তাকে এই উৎপাদন করতে ১৪-১৬ হাজার টাকার কীটনাশকই কিনতে হয়।

আবারো সোনালী আঁশ ঃ এবছর পাট তার হারানো গৌরবময় অধ্যায়ে ফিরে এসেছে। মণ প্রতি ৫৫০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে পাট।

যেসব কৃষক সেচ ব্যবহার করেছে, তারা একর প্রতি ৪০-৫০ মণ আবাদ পাচ্ছে যা বিক্রি করে ২৪ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতে পারছে। মাত্র ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা ব্যয়ে পাট উৎপাদন করে তাদের মুনাফা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৩ গুণ। আর পাটকাঠি এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে পুরোটাই বিনা পয়সা। তবে বৃষ্টিহীনতা পাটচাষীদেরও বিপাকে ফেলেছে এবার। পানির অভাবে তারা পাট পঁচাতে পারছে না, যার ফলে পাটের মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্র্যাক বীজ ঃ কুমিল্লা আর নোয়াখালী এলাকায় ভূমিহীন মহিলাদের ৩০০০ টাকা করে ঋণ দিচ্ছে ব্র্যাক। এই ঋণের মধ্যে অবশ্য রয়েছে ১০ কেজি বিআর ১১ ধানের বীজ এবং নগদ ২৭০০ টাকা।

অর্থাৎ প্রতি কেজি বীজ মহিলারা ৩০ টাকা দরে কিনছে। অথচ এইসব মহিল জানেন না অনেকেই বীজ দিয়ে কি করবে তারা। কারণ তাদের আবাদী জমি নেই। ফলে তারা এই বীজ বাজারে দোকানীদের কাছে ১৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে দিচ্ছে। অর্থাৎ কেজি প্রতি তাদের লোকসান হচ্ছে ১৪ টাকা।

চাঁদপুরের মতলব থানার সিকিরচড় গ্রামের হালিমা বেগম এমনি একজন মহিলা যে তার বীজ বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেছে।

শিয়াল আনারস খাবে? আনারস চাষীদের জন্য ইঁদুর এবং শিয়াল একটা নিয়মিত সমস্যা, ব্যতিক্রম কেবল এই বছরে। তাড়াতাড়ি আনারস পাকানোর জন্য কৃষকরা নিষিদ্ধ চোরা আমদানীকৃত ঔষধ "ইথরাইল" স্প্রে করেছেন। এই ঔষধ স্প্রে করার ৩-৭ দিনের মধ্যে আনারস পেকে যায়, তবে স্বাদ ও ঘ্রাণ এমনভাবে কমে যায়, যা ইঁদুর বা শিয়ালের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

ঢাকার মধুপুর এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে আনারস চাষ হয়। এই আনারস অন্যান্য ফসল যেমন আদা, পেঁপে ইত্যাদির সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে চাষ হয়।

একজন কৃষক এক একর জমি থেকে সর্বমোট ৮৫ হাজার টাকা আয় করেন, যার মধ্যে আনারস থেকে ৪৫ হাজার টাকা এবং বাকী ৪০ হাজার টাকা অন্যান্য ফসল থেকে।

একজন কৃষকের জন্য এটি অত্যন্ত লাভজনক, কারণ একর প্রতি উৎপাদন খরচ পড়ে মাত্র ৪৫ হাজার টাকা– সিনজেনটা